দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৯ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২

ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় চতুর্থ হেনরি'র ভূমিকা: একটি মূল্যায়ন

লুকনা ইয়াসমিন*

সারসংক্ষেপ

ষোল শতকে ফ্রান্সের প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা ছিলেন একটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়। সংখ্যালঘু প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা সংখ্যাগুরু ফরাসি ক্যাথলিকদের দ্বারা চরমভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। সংখ্যাগুরু ফরাসি ক্যাথলিকদের চরম অসহিষ্ণু মনোভাবের কারণে ১৫৯৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টরা যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ফরাসি ক্যাথলিকরা ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ যাবতীয় অধিকার হরণ করেছিলেন। ১৫৯৮ সালে ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরি ঐতিহাসিক 'ইডিক্ট অফ নান্টে' ঘোষণার মাধ্যমে নিপীড়িত ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর গৃহীত ব্যবস্থার অধীনে ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টরা এক নবজীবন লাভ করেছিলেন। তাঁর মহানুভবতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রোটেস্ট্যান্টরা একটি উন্নত, বিকশিত ও সফল ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন। ষোল শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেখানে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় ভেদাভেদ এক ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল, তখন চতুর্থ হেনরি'র 'ইডিক্ট অফ নান্টে' ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি রক্ষাকবচ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এই ইডিক্ট এর মাধ্যমে তিনি ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকারসহ মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরণের অধিকার প্রদান করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, 'ইডিক্ট' (Edict) শব্দের অর্থ হল সরকারি ঘোষণা বা রাজকীয় ফরমান। ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকারহীনতার প্রেক্ষাপট এবং তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় চতুর্থ হেনরি'র উদারতা, মহানুভবতা ও সময়োপযোগী বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা এবং ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের কল্যাণ সাধন তথা ফ্রান্সের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁর নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে মূল্যায়ন করা আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা শাসকের দায়িত্ব। তাঁদেরকে তাঁদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা মানবিক রাষ্ট্র নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ষোল শতকের ইউরোপে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় ভেদাভেদের সেই রক্তক্ষয়ী যুগে ফরাসি রাজা চতুর্থ হেনরি ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের নানাবিধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক অতুলনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন যা ছিল তাঁর মানবিকতা ও অগ্রসর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক এবং তৎকালীন ইউরোপে অত্যাচারিত প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি অভূতপূর্ব মানবিক ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা (Jerry H.Bentley, Sanjay Subrahmanyam, Merry E. Wiesner-Hanks: 341)। তাঁর এই মহতী উদ্যোগের জন্য তৎকালীন ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টরা তাঁদের অধিকার পেয়েছিলেন। অধিকারবিহীন, নিপীড়িত প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য পরবর্তীকালে দার্শনিক ও সাহিত্যিক ভলতেয়ার তাঁর অবদানকে সম্মান জানিয়ে 'লা হেনরিয়েডা' শীর্ষক একটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন (Peter Gay and R.K.Webb: 183)। ষোল শতকের তৃতীয় দশক থেকে ফ্রান্সের সংখ্যালঘু প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের বঞ্চনার ইতিহাস শুরু হয়েছিল। তাঁরা যে ক্যাথলিসিজম ত্যাগ করে প্রোটেস্ট্যান্টিজমে দীক্ষিত হয়েছিলেন - এই বিষয়টিকে সংখ্যাগুরু ক্যাথলিক সম্প্রদায় একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছিলেন। ক্যাথলিকরা ধীরে ধীরে প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকারসমূহ কেড়ে নিয়েছিলেন। প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকারহীনতা ও বঞ্চনা এমন অমানবিক পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টিই একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে কয়েক দশকের অধিকারহীনতা ও বঞ্চনার অবসানকল্পে ফরাসি রাজা চতুর্থ হেনরি (১৫৫৩-১৬১০) তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিলেন। ১৫৯৮ সালে তিনি প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐতিহাসিক 'ইডিক্ট অফ নান্টে' জারি করেছিলেন। তিনি শুধু এই 'ইডিক্ট অফ নান্টে' জারিই করেননি, তিনি সাহসিকতার সাথে এই ইডিক্ট এর যথাযথ সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছিলেন। কেন ফ্রান্সে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, কোন প্রেক্ষাপটে ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকারবিহীন দুর্বিষহ জীবনের সূচনা হয়েছিল এবং কীভাবে চতুর্থ হেনরি তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিলেন - আলোচ্য প্রবন্ধে সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। দার্শনিক ভলতেয়ার এর 'Treatise on Tolerance' Ges 'Philosophical Dictionary' এর স্বীকৃত অনুবাদ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ইউরোপের ইতিহাস বিষয়ক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য গ্রহণ করে আলোচ্য প্রবন্ধট রচনা করা হয়েছে।

১৫১৭ সালের ৩১ অক্টোবর মার্টিন লুথার জার্মানীর ভিটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গির্জার প্রবেশ পথে তৎকালীন পোপ এবং গির্জার দূর্নীতিগ্রস্ত পুরোহিতদের বিরুদ্ধে

পঁচানব্বই দফা কারণ সংবলিত প্রতিবাদলিপি সেঁটে দেয়ার মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর অনুসারীরা কালক্রমে লুথ্যার‍্যান প্রোটেস্ট্যান্ট হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৫৫৫ সাল পর্যন্ত প্রোটেস্ট্যান্টরা ক্যাথলিকদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হন। অবশেষে ১৫৫৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জার্মানীর সর্ববৃহৎ রাজ্য ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত অগসবার্গ শহরে 'অগসবার্গ এর শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়, যে চুক্তির মাধ্যমে মার্টিন লুথার এর অনুসারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয় এবং মার্টিন লুথার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। (Shepard B. Clough, David L. Hick, David Brandenburg Peter Gay: 395, R.R. Palmer and others: 82, R.B. Wernham (Edited): 48, 58, 77; Hutton Webster: 269, Jerry H. Bently, Sanjay Subrahmanyam, Merry E. Wiesner- Hanks: 339; Mark Kishlansky, Patrick Geary, Patricia O'Brien: 395-397) যারা মার্টিন লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতকে নিজ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁরা লুথ্যার‍্যান প্রোটেস্ট্যান্ট হিসেবে আখ্যায়িত হন এবং মার্টিন লুথারের প্রচারিত প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত লুথ্যার‍্যান প্রোটেস্ট্যান্টিজম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। (Mark Kishlansky, Patrick Geary, Patricia O'Brien: 397; G. R. Elton (Edited): 152) তবে লুথ্যার‍্যান প্রোটেস্ট্যান্টিজম ইউরোপের সকল দেশে জনপ্রিয় হয়নি এবং প্রসার লাভ করেনি।

ফ্রান্সে জন ক্যালভিন (১৫০৯-১৫৬৪) এর প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত ধীরে ধীরে জনপ্রিয় ও প্রসারিত হয়। (R.B. Wernham (Edited): 58, R.R. Palmer and others: 84; Shepard B. Clough, David L. Hick, David Brandenburg Peter Gay: 397, 497; R.R. Palmer and others: 84; Jawaharlal Nehru: 330) তাঁর প্রচারিত প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত ক্যালভিনিস্ট প্রোটেস্ট্যান্টিজম নামে অভিহিত হয়। (Max Weber: 98; H.A.L. Fisher: 546-551; G.R. Elton (Edited): 175) প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের অন্যতম প্রবক্তা জন ক্যলভিন এর লেখনী ও প্রচারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ষোল শতকের ত্রিশের দশক থেকে ফ্রান্সের কিছু কিছু মানুষ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতে দীক্ষিত হতে থাকে। ফ্রান্সে জন ক্যালভিন এর অনুসারী প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে হিউগেনো বলা হয়। ১৫৬০ এর দশকে ফ্রান্সে হিউগেনো বা প্রোটেস্ট্যান্টদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ। আর এই সময় ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক দেড় কোটি। অর্থাৎ এই সময় ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টরা (হিউগেনো) ছিল ফ্রান্সের সংখ্যালঘু। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ফ্রান্সের সংখ্যাগুরু ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা শুরু থেকেই সংখ্যালঘু প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতকে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারেননি। স্বয়ং জন ক্যালভিন এর

জীবন এতেটাই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে তিনি আত্মরক্ষার জন্য ফ্রান্স থেকে পালিয়ে গিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। (Alfred Cobban: 121; Mark Kishlansky and others: 401; R.R. Palmer and others: 128-129; Rosemary Goring: 85; J.M. Roberts: 589; R.B.Wernham: 91; Hutton Webster: 274) ক্যাথলিকরা সংখ্যালঘু প্রোটেস্ট্যান্টদের ওপর নির্মম নির্যাতন শুরু করেন (J.M.Roberts: 581) জন ক্যালভিন সুইটজারল্যান্ডে অবস্থানকালে ১৫৩৬ সালে 'The Institutes of the Christian Religion' শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যে গ্রন্থে তিনি তাঁর প্রচারিত প্রোটেস্ট্যান্টিজম এর পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের ওপর ফরাসি ক্যাথলিকদের নির্যাতনের সমালোচনা করেন। (Mark Kishlansky and others: 401; Petter Gay and R.K. Webb: 149; G.R. Elton: 175) ফ্রান্সে ১৫৪০ সালে 'ইডিক্ট অফ ফনতেনব্লু' এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট নির্যাতনকে প্রথম বৈধতা প্রদান করা হয়। (Jerry H.Bentley, Sanjay Subrahmanyam, Merry E. Wiesner-Hanks: 341; Hutton Webster: 269)। ফরাসি রাজা প্রথম ফ্রান্সিস (১৫১৫-১৫৪৫) প্রোটেস্ট্যান্টিজমকে ধর্মদ্রোহীতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার জন্য বিশেষ আদালত স্থাপন করেন। ১৫৫১ সালে ফরাসি রাজা দ্বিতীয় হেনরি'র সময় জারিকৃত একটি ইডিক্টে জেনেভায় পালিয়ে যাওয়া প্রোটেস্ট্যান্টদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা দেয়া হয়। ১৫৫৭ সালে আরো একটি ইডিক্ট-এর মাধ্যমে প্রোটেস্ট্যান্টিজমে দীক্ষিত হওয়ার বিষয়টিকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সময় সংখ্যাগুরু ক্যাথলিকদের প্রতিজ্ঞা ছিল যে কোন মূল্যে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া এবং সংখ্যালঘু প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রতিজ্ঞা ছিল যে কোন মূল্যে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতকে রক্ষা করা। (Jerry H.Bentley, Sanjay Subrahmanyam, Merry E. Wiesner-Hanks: 342) ১৫৬০ সালে একটি ইডিক্ট জারি করে বলা হয় যেসব ধর্মদ্রোহী বন্দীশালায় আছে তাঁরা প্রোটেস্ট্যান্টিজম ত্যাগ করে ক্যাথলিসিজমে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। একটা পর্যায়ে ক্যাথলিসিজম ও প্রোটেস্ট্যান্টিজমকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সে এক সহিংস ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয় এবং সেই উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ফরাসি রাজমাতা ক্যাথেরিন ডে মেডিচি ১৫৬২ সালে 'ইডিক্ট অফ জারমেইন' এর মাধ্যমে শহরাঞ্চলের বাহিরে সীমিতভাবে তাঁদেরকে কিছু ধর্মীয় অধিকার দিতে বাধ্য হন। তবে উক্ত ইডিক্ট এর বিষয়টি জনগণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই ফ্রান্সে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হয়। (Jerry H, Bentley and others: 342; R.R.Palmer and others: 127; R.B. Wernham: 95) ফলে উক্ত ইডিক্ট অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং প্রোটেস্ট্যান্টরা সেই সীমিত অধিকারটুকু

থেকেও বঞ্চিত হয়। ১৫৬২ সালে ধর্মকেন্দ্রিক উক্ত যুদ্ধের সূচনা হয় এবং সেই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে ১৫৯৮ সাল পর্যন্ত। (J.M.Roberts: 581; R.B.Wernham: 95) ফ্রান্সের ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট যুদ্ধে ক্যাথলিকদের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন ফরাসি রাজমাতা ক্যাথেরিন ডে মেডিচি এবং প্যারিসের অভিজাত শ্রেণির নেতা গীজ পরিবার । আর প্রোটেস্ট্যান্টদের নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী 'নাভার' রাজ্যের রাজা হেনরি অফ নাভার ও এ্যাডমিরাল কলিগনি। (R.R.Palmer and others: 129; Shepard B. Clough, David L. Hick, David Brandenburg Peter Gay: 498-499) 'ন্যাভার' রাজ্যের রাজা 'হেনরি অফ ন্যাভার' ফরাসি সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সংকটের কারণে ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ফরাসি রাজা হিসেবে 'চতুর্থ হেনরি' উপাধি গ্রহণ করেন। (J.M.Roberts: 581) ফরাসি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর চতুর্থ হেনরি ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের নানাবিধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহসিকতার সাথে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৫৯৮ সালে তিনি ফ্রান্সের সংখ্যালঘু প্রোটেস্ট্যান্টদের নানাবিধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি 'ইডিক্ট' জারি করেন। এই ইডিক্টটি ইতিহাসে 'ইডিক্ট অফ নান্টে' নামে পরিচিত। এই ইডিক্ট এর মাধ্যমে তিনি ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে ধর্ম পালনের স্বাধীনতাসহ নানাবিধ অধিকার প্রদান করেন। (J.M.Roberts: 581; R.B. Wernham: 96)

একটি দেশে সকল ধর্মের অনুসারীরা সকল অধিকার সমানভাবে লাভ করবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু ১৫৯৮ সালে ফরাসি রাজা চতুর্থ হেনরি কর্তৃক 'ইডিক্ট অফ নান্টে' ঘোষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সে প্রোটেস্ট্যান্টদের কোন অধিকার ছিল না (Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, *Standish Meacham, Alan T. Wood,* Richard W. Hull, Edward McNall Burns: 110)। কেন তাঁদের কোন অধিকার ছিল না, কেন তাঁদেরকে বহু বছর ধরে সীমাহীন বঞ্চনার মধ্য দিয়ে দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল, কোন পরিস্থিতিতে ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে নানাবিধ অধিকার প্রদান করার জন্য চতুর্থ হেনরিকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল - প্রথমে সেই পটভূমি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ষোল শতকের তৃতীয় দশক থেকে ফ্রান্সে কিছু কিছু ফরাসি যখন ধীরে ধীরে ক্যালভিনিস্ট প্রোটেস্ট্যান্টিজম এর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন থেকেই ফরাসি ক্যাথলিকরা ক্যালভিনিস্ট প্রোটেস্ট্যান্টিজম এর বিরুদ্ধে চরম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। ফ্রান্সের ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা রাষ্ট্রীয় সমর্থনে এবং তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিতে ক্যালভিনিস্ট প্রোটেস্ট্যান্টদের ওপর চরমভাবে দমন-পীড়ন শুরু করে। এই সময় সংখ্যাগুরু ক্যাথ

লিকরা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সব ধরণের প্রচেষ্টা চালায়। অপরদিকে সংখ্যালঘু প্রোটেস্ট্যান্টরা সেই সময় তাঁদের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত রক্ষা করার জন্য সব ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ধর্মবিশ্বাস নিয়ে দু'পক্ষের সেই রেষারেষি এবং উত্তেজনা ধীরে ধীরে আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। (Mark Kishlansky and others: 401)।

একটি নৃশংস ও মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের জের ধরে ফ্রান্সে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট যুদ্ধ শুরু হয়। ১৫৬২ সালের পহেলা মার্চ উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের 'ভ্যাছি' (Vassy) নামক স্থানের একটি ভবনে ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টরা তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছিলেন। (Jerry H. Bentley and others: 342, Peter Gay and R. k. Webb: 178; R. B. Wernham (edited): 58,95) এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন প্যারিসের উগ্র ক্যাথলিক নেতা ডিউক অফ গীজ তাঁর অনুসারীদের সাথে নিয়ে উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ডিউক অফ গীজ এর উক্ত নির্দেশে সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে সেখানে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা হয়। এই সংঘর্ষে অগ্নিদগ্ধ হয়ে শতাধিক মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় এবং বহু মানুষ পঙ্গুত্বের শিকার হয়। এই 'ভ্যাছি হত্যাকাণ্ড' ফ্রান্সে ৩৬ বছরব্যাপী ধর্মীয় যুদ্ধের সূচনা করে। (Peter Gay and R. k. Webb: 178; R.B. Wernham: 95; Robert Ergang: 317-322; G.R. Elton: 222) এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের জন্য ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টরা ক্যাথলিক নেতা ডিউক অফ গীজ এর অসহিষ্ণুতাকে দায়ী করেন এবং ক্যাথলিকদের বর্বরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এভাবে ফ্রান্সে ছত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হয়। (R. B. Wernham(edited): 58) এরপর ফ্রান্সে একের পর এক বিভিন্ন ধরণের ঘটনা ঘটে যায়, যার ফলশ্রুতিতে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস পূর্বের তুলনায় আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ভ্যাছি হত্যাকাণ্ডের এক বছর পর একজন ধর্মান্ধ প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিকদের নেতা ডিউক অফ গীজকে হত্যা করে। ক্যাথলিকরা সন্দেহপরায়ণ হয়ে পড়ে যে প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রধান নেতা এ্যাডমিরাল কলিগনি'র নির্দেশে তাঁদের নেতা ডিউক অফ গীজকে হত্যা করা হয়েছে। যদিও ডিউক অফ গীজ হত্যার সাথে এ্যাডমিরাল কলিগনি'র সংশ্লিষ্টতার কোন প্রমাণ ছিল না, তা সত্বেও এই গীজ হত্যাকাণ্ডটি ফ্রান্সের ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সন্দেহ ও আস্থাহীনতা সৃষ্টি করে। ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট সম্পর্ক যখন চরম অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল তখন ফ্রান্সের রাজমাতা ক্যাথলিক নেত্রী ক্যাথেরিন ডে মেডিচি বাধ্য হয়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের সাথে একটি বিশেষ ধরণের সমঝোতায় উপনীত হতে বাধ্য হন। ১৫৭০ সালের ৫ই আগস্ট প্যারিস

থেকে ১৯ কি:মি: দূরে অবস্থিত সেইন্ট জারমেইন্ট প্রাসাদে ক্যাথেরিন ডে মেডিচি'র পুত্র ও তৎকালীন ফরাসি রাজা নবম চার্লস প্রোটেস্ট্যান্টদের নেতা এ্যাডমিরাল কলিগনি'র সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। (Shepard B. Clough, David L. Hick, David Brandenburg Peter Gay: 499; Robert Ergang: 320) এই শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে সকল প্রকার চাকুরীতে নিয়োগ লাভের সুযোগ দানের কথা ঘোষণা প্রদান করা হয়, তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে প্রোটেস্ট্যান্টিজম চর্চা করার অধিকার প্রদান করা হয়, দুই বছরের জন্য পশ্চিম ফ্রান্সের 'লা রশ্যেল', দক্ষিণ ফ্রান্সের 'মুনট্যাবন' ও 'কুনিয়্যাক' এবং মধ্য ফ্রান্সের 'লা শ্যারিটি' নামক দুর্গ সম্বলিত চারটি নগরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করার অধিকার দেয়া হয়, প্রোটেস্ট্যান্টদের শীর্ষ নেতা এ্যাডমিরাল কলিগনি'কে রাজা নবম চার্লস এর উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই চুক্তির মাধ্যমে রাজা নবম চার্লস এর অবিবাহিতা ভগ্নী প্রিন্সেস মার্গারিট এর সাথে 'ন্যাভার' রাজ্যের হেনরি অফ ন্যাভার এর বিবাহের ঘোষণা দেয়া হয়। (Peter Gay and R.K.Webb: 179; Robert Ergang: 320 ফরাসি রাজা নবম চার্লস ও ফরাসি রাজমাতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ফ্রান্সকে স্পেনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া ফ্রান্সের ক্যাথলিক রাজপরিবার এবং ন্যাভার রাজ্যের প্রোটেস্ট্যান্ট রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে সেই বিবাহ ফরাসি সমাজে একটি ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে। জনগণ উপলব্ধি করতে পারবে তাঁদের ক্যাথলিক রাজকন্যা যদি একজন প্রোটেস্ট্যান্ট ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন, তাহলে ফরাসি সমাজে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের পক্ষেও শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করা সম্ভব। হেনরি অফ ন্যাভার ও মার্গারিট এর এই বিবাহ ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্বে পর্যুদস্ত ফরাসি সমাজে একটি ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেবে, এই বিবাহ সমাজে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার বিভেদ দূরীকরণে সহায়তা করবে, স্পেনের আক্রমণ মোকাবেলায় ফ্রান্সের ক্যাথ লিক-প্রোটেস্ট্যান্ট নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করবে - এই প্রত্যাশায় এই বিবাহ সম্পাদিত হয়। এই ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট বিবাহে তৎকালীন পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী সম্মতি প্রদান করেননি এবং এই বিবাহকে কেন্দ্র করে ফরাসি রাজদরবার বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিবাহে প্রিন্সেস মার্গারিট সম্মত ছিলেন না কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনে এবং ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রয়াসে রাজা নবম চার্লস যুক্তি দ্বারা তাঁর ভগ্নীকে সম্মত করান। হেনরি-মার্গারিট এর বিবাহের চারদিন পর অর্থাৎ ১৫৭২ সালের ২২শে আগস্ট এ্যাডমিরাল কলিগনি রহস্যজনকভাবে গুরুতরভাবে গুলিবিদ্ধ হন এবং তাঁর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে পুনরায় সন্দেহ

ও আস্থার সংকট তৈরী হয়। (Peter Gay and R.K.Webb:179; Shepard B. Clough, David L. Hick, David Brandenburg Peter Gay: 500; Robert Ergang: 320) ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে গীজ পরিবারের তৎকালীন নেতা হেনরি গীজ তাঁর পিতা ডিউক অফ গীজ এর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য কলিগনিকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই সময় কলিগনি'র অনুসারীরা প্যারিসের বাহিরে কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে একটি সৈন্যশিবির স্থাপন করে। এই শিবির স্থাপনকে কেন্দ্র করে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে প্রোটেস্ট্যান্টরা তাঁদের নেতা কলিগনি'র হত্যা প্রচেষ্টার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ক্যাথলিক অধ্যুষিত প্যারিসের ওপর হামলা চালাবে, এই গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর পুরো প্যারিসে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এই আতঙ্কময় পরিস্থিতির মধ্যে রাজা নবম চার্লস এবং রাজমাতা ক্যাথেরিন ডে মেডিচি জরুরি বৈঠক করেন। এই বৈঠক করার পর রাজা নবম চার্লস এর মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যিনি ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেই নবম চার্লস প্রোটেস্ট্যান্ট বিষয়ক তাঁর আগের প্রশংসনীয় প্রোটেস্ট্যান্ট নীতি পরিবর্তন করেন। তাঁর এই অবস্থান পরিবর্তনের ফলে ফ্রান্সে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায়। ১৫৭২ সালের ২৪ আগস্ট ফ্রান্সে এক বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। (Jerry H. Bentley and others: 342; R.R. Palmer and others: 130; Peter Gay and R.K.Webb: 179; Robert Ergang: 320) ২৪ আগস্ট ফরাসি খ্রিস্টানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র, শোকাবহ এবং আবেগঘন একটি দিবস। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের ২৪ আগস্ট যিশুখ্রিস্টের শিষ্য সেইন্ট বার্থোলোমিওকে আর্মেনিয়ায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ফ্রান্সের ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট নির্বিশেষে সকল খ্রিস্টান এই শোকাবহ দিনটিকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পালন করতো। হেনরি-মার্গারিট এর বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য এবং প্যারিসে এই দিবসটি উদযাপনের জন্য হাজার হাজার প্রোটেস্ট্যান্ট প্যারিসে এসেছিল। (R.R. Palmer and others: 130; Shepard B. Clough, David L. Hick, David Brandenburg Peter Gay: 500; R. B. Wernham: 63)। ২৪ আগস্ট পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তৎকালীন ধর্মান্ধ ক্যাথলিকরা প্যারিসের বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থানরত প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। (Voltaire: 47; Treatise on Tolerance: 22, 26; H.A.L. Fisher: 580) ক্যাথলিক নেতা হেনরি গীজ এর নেতৃত্বে উগ্র ক্যাথলিকরা মুমূর্ষু প্রোটেস্ট্যান্ট নেতা কলিগনিকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং তাঁর মৃতদেহকে চরমভাবে অসম্মানীত করা হয়। পরবর্তী কয়েক দিনে প্যারিসসহ বৃহৎ নগরগুলোতে কয়েক হাজার প্রোটেস্ট্যান্টকে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই হত্যাকাণ্ডটি 'সেইন্ট বার্থোলোমিও দিবসের হত্যাকাণ্ড' হিসেবে অভিহিত হয়েছে। (Voltaire: 7;

R. R. Palmer and others: 130; Peter Gay and R.K. Webb: 180; R.B. Wernham: 96) এই নৃশংস হত্যাকান্ডের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফরাসি রাজা ফ্রান্সে প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন কিন্তু ক্যাথলিকদের অসহযোগিতার জন্য সেই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে ফ্রান্সে প্রোটেস্ট্যান্টদের জীবন পূর্বের তুলনায় আরও দুর্বিষহ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরেও প্রোটেস্ট্যান্টরা তাঁদের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত ত্যাগ করেনি (Carlton J.H. Hays: 222)। বরং তাঁদের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত আরও গভীর ও দৃঢ় হয়েছিল। উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডের রাতে হেনরি অফ ন্যাভার প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত ত্যাগ করে ক্যাথলিক হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৌশলে আত্মরক্ষা করেন। (Peter Gay and R.K. Webb: 179) কিন্তু পরে তিনি ক্যাথলিসিজমে দীক্ষিত হননি। এরপর হেনরি-মার্গারিট নানা কারণে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। হেনরি অফ ন্যাভার নিজ 'ন্যাভার' রাজ্যে ফিরে গিয়ে রাজ্য শাসনে মনোযোগী হন। হেনরি-মার্গারিট পরস্পর বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করলেও তাঁরা আইনগতভাবে সাতাশ বছর স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই ছিলেন। অর্থাৎ আইনগতভাবে হেনরি অফ ন্যাভার ফরাসি রাজবংশের জামাতা হিসেবেই রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মাতৃসূত্রে ফরাসি রাজবংশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। ফরাসি রাজবংশের আত্মীয় ও জামাতা হিসেবে তিনি ১৫৮৯ সালে ফরাসি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৫৮৯ সালে তৎকালীন ফরাসি রাজা তৃতীয় হেনরি আততায়ীর হাতে নিহত হন। (Andre Maurois: 164; Peter Gay and R.K. Webb: 180; Robert Ergang: 322) তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মুমূর্ষ তৃতীয় হেনরি তাঁর ভগ্নিপতি হেনরি অফ ন্যাভার'কে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তাঁকে ফরাসি রাজা হিসেবে 'চতুর্থ হেনরি' উপাধি প্রদান করেন। এভাবেই ফ্রান্সে 'ভ্যালোয়া' রাজবংশের শাসন শেষ হয় এবং ফ্রান্সে 'বুঁরবন' রাজবংশের শাসন শুরু হয়। (J.M.Roberts; 581; R.R. Palmer and others: 131; Peter Gay and R.K. Webb: 180; R.B. Wernham: 98; Carlton J.H. Hayes: 223)।

তৃতীয় হেনরি মুমূর্ষু অবস্থায় চতুর্থ হেনরিকে (হেনরি অফ ন্যাভার) প্রোটেস্ট্যান্টিজম ত্যাগ করে ক্যাথলিসিজমে দীক্ষিত হওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। কেননা তৃতীয় হেনরি নিশ্চিত ছিলেন ফ্রান্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ গোঁড়া ক্যাথলিকদের কাছে প্রোটেস্ট্যান্ট চতুর্থ হেনরি কখনই ফ্রান্সের রাজা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবেন না। উল্লেখ্য যে, ফ্রান্সে স্যালিক উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত ছিল, এই আইন অনুসারে কোনো নারী ফরাসি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন না। ফলে প্রিন্সেস মার্গারিট এর ফরাসি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। যে কারণে নি:সন্তান তৃতীয় হেনরি ভিন্ন দেশের,

ভিন্ন রাজবংশের ভগ্নিপতিকে ফ্রান্সের রাজা হিসেবে ঘোষণা দিতে বাধ্য হন। (Andre Maurois: 164) ফরাসি রাজবংশের জামাতার অধিকার নিয়ে ১৫৮৯ সালে ফ্রান্সের রাজা হিসেবে চতুর্থ হেনরি'র নাম ঘোষিত হলেও ১৫৯৩ সালের আগ পর্যন্ত চতুর্থ হেনরি ফরাসি রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেননি। (R. R. Palmer and others: 131) তৎকালীন প্যারিসের উগ্র ক্যাথলিকরা চতুর্থ হেনরিকে প্যারিসেই প্রবেশ করতে দেয়নি। এই মধ্যবর্তী সময়কালে কখনও নিজ 'ন্যাভার' রাজ্য থেকে, কখনও প্যারিসের বাইরের কোন অঞ্চল থেকে হেনরি প্যারিসের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি প্যারিসে প্রবেশ করতে পারেননি। ক্যাথলিকদের দাবি ছিল যে, চতুর্থ হেনরি যদি প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত ত্যাগ করেন এবং ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করেন তাহলেই তাঁরা হেনরিকে ফ্রান্সের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবেন। (J.M.Roberts: 581; R. B. Wernham: 59) কিন্তু চতুর্থ হেনরি কোনোভাবেই তাঁর প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত ত্যাগ করতে পারছিলেন না। প্যারিসের জনগণ যেভাবে তাঁকে তাঁর প্রোটেস্ট্যান্টিজম ধর্মমত পরিত্যাগ করে ক্যাথলিক হওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিল - সেই বিষয়টিকে তিনি একজন রাজার ব্যক্তি জীবনে জনগণের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। (Andre Maurois: 166) তিনি নিজেকে জনগণ দ্বারা নির্যাতিত একজন রাজা হিসেবে মনে করেছিলেন। ষোল শতকের ইউরোপে বহু দেশে ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে জনগণ তাঁদের রাজা কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছে, কিন্তু ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে একজন রাজা যে কীভাবে জনগণ কতৃর্ক নির্যাতিত হতে পারেন ফরাসি রাজা চতুর্থ হেনরি সেক্ষেত্রে এক বিরল দৃষ্টান্ত। ফ্রান্সের রাজা হওয়ার পরবর্তী চার বছর ছিল তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা দুর্বিষহ অধ্যায়। এই চার বছর তিনি নিজ 'ন্যাভার' রাজ্যে অবস্থান করেন। এই চার বছর ফ্রান্সে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিলনা। কেন্দ্রীয় শাসনের অনুপস্থিতিতে আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নিয়ে নিজেদের শাসন কায়েম করে। এই সময় ফ্রান্স মূলত আঞ্চলিক শাসন দ্বারা শাসিত হয়। ফলে ফ্রান্স এক চরম অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হয়। যেদিন হেনরি অফ ন্যাভার 'চতুর্থ হেনরি' উপাধি গ্রহণ করে ফ্রান্সের রাজা হয়েছিলেন সেইদিন থেকেই তিনি ফ্রান্সকে একটি সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন এবং বৃহত্তর ফ্রান্স গঠনের লক্ষ্যে তিনি তাঁর নিজ 'ন্যাভার' রাজ্যকে ফ্রান্সের সাথে একীভূত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের জন্য তিনি প্যারিসবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিলেন না, যে কারণে তিনি রাজা হিসেবে স্বীকৃতিও পাচ্ছিলেন না। (Andre Maurois: 166) ফলে তিনি ফ্রান্সের পুনর্গঠন প্রক্রিয়াও শুরু করতে পারছিলেন না এবং তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যেহেতু তিনি ফ্রান্সকে একটি সমৃদ্ধ দেশে রুপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন,

কিন্তু তাঁর প্রোটেস্ট্যান্টিজম ধর্মমতের জন্য তিনি ফ্রান্সের রাজা হিসেবে স্বীকৃতিই পাচ্ছিলেন না এবং ফ্রান্সের শাসনকার্য তথা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কাজ শুরু করতে পারছিলেন না, ফলে তিনি ফ্রান্সের একজন নামসর্বস্ব রাজায় পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর ফ্রান্সের রাজা হওয়ার বিষয়টি প্রহসনমূলক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান হওয়া সময়ের দাবি হয়ে উঠেছিল। (Andre Maurois: 167)

চতুর্থ হেনরি একজন বাস্তববাদী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন (R.R. Palmer and others: 131)। ১৫৯৩ সালে তিনি একটি নির্মম বাস্তবতা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি অনুধাবন করেন যে ১৫৮৯ সালে তিনি ফ্রান্সের রাজা হয়েছেন ঠিকই কিন্তু ফরাসি জনগণ তাঁকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি, তিনি ফরাসি রাজা হলেও ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রবেশ করতে পারেননি, রাজা হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্য এবং প্যারিসে প্রবেশ করতে না পারার জন্য তিনি ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থাও পরিচালনা করতে সক্ষম নন - অর্থাৎ ফ্রান্সের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তিনি বিগত চার বছরে কোন ভূমিকাই রাখতে পারেননি। (Andre Maurois: 168, Peter Gay and R.K.Webb:180; Carlton J.H. Hayes: 223) রাজা হওয়ার পর থেকেই তিনি মনে-প্রাণে ফ্রান্সের ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট বিরোধের অবসানকল্পে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে কোন ভূমিকা রাখা দূরের কথা, ফ্রান্সের শাসনকার্য পরিচালনারই কোন সুযোগ তিনি পাননি। এহেন নিষ্ক্রিয় রাজা হিসেবে তিনি আর পরিচিত হতে চাচ্ছিলেন না। রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য লড়াই করতে করতে তিনি পরিশ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে একটি বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত তিনি প্রোটেস্ট্যান্টিজম ত্যাগ না করবেন এবং ক্যাথলিসিজমকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ না করবেন ততদিন পর্যন্ত ফরাসি জনগণ তাঁকে ফরাসি রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না। (Andre Maurois: 166) আর ফরাসি রাজা হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার কোন সুযোগ পাবেন না এবং শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার সুযোগ না পেলে তিনি ফ্রান্সের সংখ্যালঘু নির্যাতিত প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। তিনি যেহেতু ফ্রান্সকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি যেহেতু ফ্রান্সে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চেয়েছিলেন বিশেষত: তিনি যেহেতু মনে-প্রাণে প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে তাঁদের প্রাপ্য অধিকারগুলো প্রদান করতে চেয়েছিলেন কাজেই শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে তিনি তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মেধা, প্রাণশক্তি, কর্মশক্তি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের

মাধ্যমে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশে রুপান্তরিত করতে পারবেন, তিনি আত্ববিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি নৈরাজ্যপূর্ণ ফ্রান্সে শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন এবং তিনি অত্যাচারিত প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে তাঁদের প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ প্রদান করতে পারবেন। (Andre Maurois: 170) কিন্তু শুধুমাত্র প্রোটেস্ট্যান্ট হওয়ার জন্য সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ফরাসি রাজা হিসেবে কোনো দায়িত্বই পালন করতে পারছিলেন না। যেহেতু তিনি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ফ্রান্স গঠনে এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং যেহেতু শুধুমাত্র ক্যাথলিসিজমে দীক্ষিত হওয়ার মধ্যেই সেই মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় নিহিত ছিল, সে কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের প্রোটেস্ট্যান্টিজম ধর্মমত বিসর্জন দেয়ার মর্মভেদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। (Andre Maurois: 166) ফ্রান্সের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করতে এবং অধিকার বঞ্চিত প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রদানের জন্য তিনি এতোটাই উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি আর তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। (Andre Maurois: 170; Peter Gay and R.K.Webb: 141) ফরাসি রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ডিউক অফ সুলি (Andre Maurois: 170) এবং তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় উপপত্নি গ্যাব্রিয়েলও তাঁকে প্রোটেস্ট্যান্টিজম ধর্মমত বিসর্জন দিয়ে ক্যাথলিসিজমে দীক্ষিত হওয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছিলেন। চতুর্থ হেনরি'র জীবনে উক্ত দু'জন ব্যক্তির গভীর প্রভাব ছিল। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সমৃদ্ধ ফ্রান্স গড়তে এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অবশেষে ১৫৯৩ সালের ২৫শে জুলাই প্যারিসের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত 'সেইন্ট ডেনিস' গির্জায় গিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রোটেস্ট্যান্টিজম পরিত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং ক্যাথ লিসিজমকে নিজ ধর্মমত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। (J.M. Roberts; 581; Andre Maurois: 168; Jerry H.Bentley and others: 343) ক্যাথলিসিজমকে নিজ ধর্মমত হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর প্যারিসের জনগণ প্যারিসের প্রবেশদ্বার তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। রাজা হিসেবে তাঁর নাম ঘোষিত হবার চার বছর পর এভাবেই তিনি ফরাসি রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন তথা প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ শুরু করার সুযোগ লাভ করেন। (R.R. Palmer and others: 131)

চতুর্থ হেনরি যখন প্রোটেস্ট্যান্টিজম ত্যাগ করে ক্যাথলিসিজমে দীক্ষিত হয়েছিলেন তখন প্রোটেস্ট্যান্টরা মর্মাহত হয়েছিল। (R.R. Palmer and others: 131) তাঁর ক্যাথলিক হওয়ার খবর প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। রাজনৈতিক কারণে চতুর্থ হেনরি ক্যাথলিক হয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিপীড়িত প্রোটেস্ট্যান্টদের দুঃসহ

জীবন সংগ্রাম এর বিষয়টি বিস্মৃত হননি। (Edward Whiting Fox: 6; Hutton Webster: 275; Robert Ergang: 326) ফ্রান্সে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। (Peter Gay and R.K.Webb: 182) প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে অধিকার প্রদানের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাথলিকদেরকে তিনি সংবেদনশীল হতে অনুরোধ করেন এবং তাঁরা যেন প্রোটেস্ট্যান্টদের বিষয়ে তাঁদের অসহিষ্ণু মনোভাব পরিবর্তন করেন সেজন্য তাগিদ দেন। তিনি ধৈর্যের সাথে ক্যাথলিকদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা করেন এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকারের বিষয়ে তাঁদেরকে নমনীয় ও সহিষ্ণু হতে অনুপ্রাণিত করেন। ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট সম্পর্ক উন্নয়নের মানবিক দিক ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তাঁর যুক্তি ও ব্যাখ্যা ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় পক্ষকে একটি সমঝোতা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই সমঝোতা স্থাপনে তাঁর দীর্ঘ আন্তরিক প্রচেষ্টার একটি ইতিবাচক ফলাফল ফরাসি জনগণ প্রত্যক্ষ করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাথলিকরা শেষ পর্যন্ত সংখ্যালঘু প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে বেশ কিছু অধিকার প্রদান করতে সম্মত হন। (R.B.Wernham: 313) ক্যাথলিক নেতাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে চতুর্থ হেনরি ১৫৯৮ সালে প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে বেশ কিছু অধিকার প্রদান করে একটি ইডিক্ট (রাজঘোষণা) জারি করতে সক্ষম হন। (Edward Whiting Fox: 6; Jerry H. Bentley and others: 343, R.R. Palmer and others: 131, Peter Gay and R.K.Webb: 181) সংখ্যালঘু নিপীড়িত প্রোটেস্ট্যান্টদের জীবন মান উন্নয়নে উক্ত ইডিক্টটি তাঁর গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনা ও কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল ছিল।

১৫৯৮ সালের ১৩ই এপ্রিল চতুর্থ হেনরি প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে বেশ কিছু অধিকার প্রদান করে একটি ইডিক্ট জারি করেন। এই ইডিক্টটি পশ্চিম ফ্রান্সের 'নান্টে' নামক স্থানে ঘোষিত হয়েছিল যেজন্য এই ইডিক্টটি ইতিহাসে 'ইডিক্ট অফ নান্টে' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। (Andre Maurois: 169; Robert Ergang: 275) এই ইডিক্টকে সহিষ্ণুতার রাজ ঘোষণাও বলা হয়ে থাকে। (Peter Gay and R.K.Webb: 181) এই ইডিক্ট এর মাধ্যমে চতুর্থ হেনরি ফ্রান্সে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের ছত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটান। এই ইডিক্ট এর মাধ্যমে তিনি ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে শর্তসাপেক্ষে তাঁদের ধর্ম পালনসহ বেশ কিছু অধিকার প্রদান করেন। চতুর্থ হেনরি কর্তৃক জারিকৃত উক্ত সহিষ্ণুতার ইডিক্ট এর মাধ্যমে ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে সরকারী পদে চাকুরী লাভের অধিকার, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অধিকার, প্যারিস ও প্যারিসের

সন্নিকটস্থ এলাকা ছাড়া অন্য সকল অঞ্চলে তাঁদের নিজস্ব গির্জা প্রতিষ্ঠা ও অবাধে প্রার্থনা করার অধিকার এবং ঐ সকল অঞ্চলে তাঁদের নিজস্ব স্কুল ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করার অধিকার প্রদান করা হয়। (Andre Maurois: 169, R.R. Palmer and others: 132, Peter Gay and R.K.Webb: 181-182)। এই ইডিক্ট ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট বিরোধ মীমাংসার জন্য ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট বিচারকদের সমন্বয়ে বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা দেয়া হয়। এই ইডিক্ট-এর মাধ্যমে প্রোটেস্ট্যান্টদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি সহযোগিতা প্রদান, প্রোটেস্ট্যান্টিজম সংক্রান্ত রচনাবলী ও গ্রন্থসমূহের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও ক্যাথলিকদের ন্যায় প্রোটেস্ট্যান্টদের সমান শিক্ষা লাভের অধিকার প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, এই ইডিক্ট এর মাধ্যমে ফ্রান্সের বৃহৎ নগরী 'লা রশ্যেল', 'মন্টপেলিয়ে'সহ ১০০টি নগরীর পৌর প্রশাসনের দায়িত্ব প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে প্রদান করা হয়, ফলে প্রোটেস্ট্যান্ট শাসিত নগরসমূহ প্রায় স্বায়ত্তশাসিত নগরীর মর্যাদা লাভ করে। (R.R. Palmer and others:132, Peter Gay and R.K.Webb:181-182; H.A.L.Fisher:584)। প্রোটেস্ট্যান্টদের দ্বারা শাসিত নগরীগুলো ছিল দুর্গসম্বলিত সুরক্ষিত নগরী। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দুর্গসমূহে রাষ্ট্রীয় খরচে প্রোটেস্ট্যান্ট সৈন্য মোতায়েন করা হয়। উপরোক্ত দুর্গসম্বলিত নগরীগুলোর পৌর প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব প্রোটেস্ট্যান্টদের ওপর অর্পিত হয়, ফলে প্রোটেস্ট্যান্টরা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। যেহেতু দূর্গগুলো সমর শক্তিতে বলীয়ান ছিল, ফলে ১৫৯৮ সালে 'ইডিক্ট অফ নান্টে' জারি হওয়ার পর থেকে প্রোটেস্ট্যান্টদের নিয়ন্ত্রণাধীন নগরগুলো যেন ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত নগররাষ্ট্রের রুপ পরিগ্রহ করেছিল। (J.M.Roberts: 581; Andre Maurois: 169; R. B. Wernham: 96-97, 313, H.A.L. Fisher: 584; Edward Whiting Fox: 6) প্রোটেস্ট্যান্ট নিয়ন্ত্রিত নগরগুলোতে ক্যাথলিকদের কোনো ধরণের প্রভাব ছিলনা। ফলে প্রোটেস্ট্যান্টরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন নগরগুলোতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার সুযোগ পেয়েছিল। তাঁরা সেখানে যোগ্যতার ভিত্তিতে সব ধরণের সরকারি চাকুরীতে যোগদান করতে পারতো, তাঁরা সেখানকার সুপ্রতিষ্ঠিত যে কোন স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে পারতো, যে কোন হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারতো, তাঁরা প্রয়োজনে তাঁদের নিজস্ব গির্জা প্রতিষ্ঠা করতে পারতো, তাঁরা স্বাধীনভাবে সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারতো, ক্যাথলিকদের মত তাঁরাও ধর্মীয় কাউন্সিল আহবান করতে পারতো। তাঁদের নিজস্ব স্কুল ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করতে পারতো যা পূর্ববর্তী কয়েক দশকে অকল্পনীয় বিষয় ছিল। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা ছিল বলে তাঁরা তাঁদের 'ক্যালভিনিস্ট প্রোটেস্ট্যান্টিজম' এর ওপর নানা ধরণের গবেষণামূলক গ্রন্থ,

প্রবন্ধ, পুস্তিকা প্রকাশ করতে পারতো, ফলে ক্যালভিনিস্ট প্রোটেস্ট্যান্টিজম এর বাণী ও শিক্ষা খুব দ্রুততার সাথে প্রসার লাভ করেছিল। ফলে ফ্রান্সে প্রোটেস্ট্যান্টদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দীর্ঘকাল যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে তাঁদের জীবনে যে দুঃসহ অচলায়তন তৈরী হয়েছিল সেই অচলায়তন ভেঙ্গে তাঁরা একটি অগ্রসর, সক্রিয়, সৃষ্টিশীল, উৎপাদনমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ফ্রান্স গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ইতিহাসবিদ এইচ. এ. এল. ফিশার 'ইডিক্ট অফ নান্টে'কে শুধুমাত্র রাজা চতুর্থ হেনরি'র বদান্যতা হিসেবে বিবেচনা করেননি, তিনি উক্ত ইডিক্টকে সহিষ্ণুতার দার্শনিক ঘোষণা হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। ফিশার এর মতে, যে যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট সহাবস্থান প্রায় অসম্ভব ছিল, সেই অসহিষ্ণু যুগে চতুর্থ হেনরি বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়েছিলেন যে একই দেশে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব (H.A.L. Fisher : 584)। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ফ্রান্সের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য তিনি নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস প্রোটেস্ট্যান্টিজম বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং ক্যাথলিসিজমে দীক্ষিত হয়েছিলেন। প্রোটেস্ট্যান্টিজম ত্যাগ করে ক্যাথলিক হওয়ার সিদ্ধান্তটি তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও ফরাসি জনগণের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সময়োচিত সিদ্ধান্ত ছিল। বিশেষত: কয়েক দশক ধরে অত্যাচারিত সংখ্যালঘু প্রোটেস্ট্যান্টদের জীবন, জীবিকা ও ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাঁর ক্যাথলিক হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কেননা তিনি যতদিন প্রোটেস্ট্যান্টিজম ত্যাগ করে ক্যাথলিসিজমে দীক্ষিত হননি, ততদিন তিনি ফ্রান্সের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি পাননি, ততদিন রাজধানী প্যারিসের নিয়ন্ত্রণ তিনি পাননি, ততদিন তিনি দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেননি এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের দুঃখ-দুর্দশা নিরসনে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। (Andre Maurois: 170) কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে প্রোটেস্ট্যান্টিজম বিসর্জন দিয়ে ক্যাথলিক হওয়ার ঘোষণা দেয়ার পর তিনি ঠিকই ফ্রান্সের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন এবং দেশের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর তিনি ফ্রান্সে স্থিতিশীলতা আনয়ন, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ শুরু করতে পেরেছিলেন এবং পাঁচ বছর পর তিনি প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে তাঁদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। (H.A.L.Fisher: 584; Andre Maurois: 172; James Edgar Swain: 442; Carlton J.H. Hays: 223) তিনি যদি ক্যাথলিক না হতেন তাহলে তিনি রাজা হিসেবে স্বীকৃতিই পেতেন না এবং রাজা হিসেবে স্বীকৃতি না পেলে তিনি সমৃদ্ধ ফ্রান্স গঠন করতে পারতেন না এবং তিনি প্রোটেস্ট্যান্টদেরকেও অধিকার প্রদান করতে পারতেন না অর্থাৎ প্রোটেস্ট্যান্টরা পূর্বের ন্যায় অত্যাচারিতই থেকে

যেতো। তিনি যদি আর কিছুদিন স্বীকৃতিবিহীন রাজা হিসেবে থাকতেন তাহলে বিদ্যমান অস্থিতিশীলতার সুযোগে অন্য কোন ক্যাথলিক নেতা ফ্রান্সের সিংহাসন দখল করতো (Andre Maurois: 168) এবং প্রোটেস্ট্যান্টরা পূর্বের ন্যায় নিপীড়িতই থেকে যেতো। কাজেই তাঁর ক্যাথলিক হওয়ার সিদ্ধান্তটি তাঁর রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য, ফ্রান্সকে সমৃদ্ধশালী দেশে রুপান্তরিত করবার জন্য এবং প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে উন্নত ও স্বস্তিময় জীবন দান করবার জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। (Andre Maurois: 168) ফ্রান্সের বিভিন্ন সংকটে চতুর্থ হেনরি'র সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তাঁর প্রবর্তিত উচ্চ চেতনা সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের জন্য ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার তাঁকে 'ফ্রান্সের মহান রাজা চতুর্থ হেনরি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। (Voltaire, Philosophical Dictionary: 94)

ষোল শতকে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টরা পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট যুদ্ধে বিপর্যস্ত ফরাসি সমাজে স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ফ্রান্সের ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁর জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল। সমৃদ্ধ ও ধর্মীয়ভাবে সহিষ্ণু ফ্রান্স গড়ে তোলার জন্য ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক ছিল। ১৫৯৩ সালে ফ্রান্সের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্স পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। দেশ পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ শুরু করার পাশাপাশি ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরোধ নিরসন এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রদানের বিষয়টিকে তিনি বিশেষ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর একুশ বছরের শাসনকালের পুরো সময়ে বিবদমান ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় পক্ষকে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ধর্মীয় যুদ্ধে পর্যুদস্ত ফরাসি সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ, তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের পুনর্গঠন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল চতুর্থ হেনরীর জীবন দর্শন। আর এই দর্শন বাস্তবায়নে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। ১৫৯৮ সালে জারিকৃত ঐতিহাসিক 'ইডিক্ট অফ নান্টে' বা সহিষ্ণুতার রাজঘোষণা ছিল ফরাসি রাজা চতুর্থ হেনরি'র সেই দর্শন বাস্তবায়নের একটি অসাধারণ পন্থা। সহিষ্ণুতার রাজঘোষণা ছিল ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মুক্তিসনদ স্বরুপ। এই মুক্তিসনদই ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের বেশ কিছু অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল। ছত্রিশ বছর ধরে চলা নির্মম নির্যাতন, অধিকারহীনতা ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। রাজা চতুর্থ হেনরি তাঁদের সেই দু:সহ জীবনের অবসান ঘটিয়েছিলেন উপরোক্ত

ইডিক্ট জারির মাধ্যমে। প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে ১০০টি শহরের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে চতুর্থ হেনরি প্রোটেস্ট্যন্টদের জন্য একটি সুরক্ষাবলয় নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি যখন প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে তাঁদের অধিকার প্রদানের জন্য 'ইডিক্ট অফ নান্টে' জারি করার পরিকল্পনা করছিলেন তখন ক্যাথলিকদের অনেকেই বিশেষত: প্যারিসের পার্লামেন্ট এবং ফ্রান্সের অন্যান্য উচ্চ আদালতগুলো উক্ত ইডিক্টের চরম বিরোধিতা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রবল ইচ্ছা ও দৃঢ়তার জন্য সেই বিরোধিতা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টরা ১৫৯৮ সালে ফ্রান্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত হননি, প্রকৃত অর্থে তাঁরা ফরাসি রাজা চতুর্থ হেনরি কর্তৃক অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন - যিনি অত্যাচারিত প্রোটেস্ট্যান্টদের বন্ধু ও রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তনের বিষয়টি দেশের জন্য ও প্রোটেস্ট্যান্টদের জন্য মঙ্গল বয়ে এনেছিল। তিনি প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক. রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও ধর্মীয় অধিকার প্রদান করে তাঁদেরকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যাবহার করে তাঁরা ব্যাপকভাবে বিকশিত ও ক্ষমতায়িত হয়েছিল, ফলে পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্টরা ফ্রান্সের একটি উন্নত, শিক্ষিত, সুসংগঠিত, সমৃদ্ধ ও উচ্চ সমরশক্তিসম্পন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন সংখ্যাগরিষ্ঠ অসহিষ্ণু ক্যাথলিকদের অত্যাচার থেকে তৎকালীন সংখ্যালঘু নিপীড়িত প্রোটেস্ট্যান্টদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সাহসী ও বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, ফলে ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্ম, জীবন ও জীবিকা সুরক্ষিত হয়েছিল। তবে দু:খজনক হলেও সত্য যে প্রোটেস্ট্যান্টরা চতুর্থ হেনরি কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারসমূহ মাত্র সাতাশি বছর ভোগ করতে পেরেছিলেন। কারণ কট্টর ক্যাথলিক রাজা চতুর্দশ লুই ১৬৮৫ সালে সহিষ্ণুতার রাজঘোষণা বাতিল ঘোষণা করে প্রোটেস্ট্যান্টদের সকল অধিকার হরণ করেছিলেন এবং প্রোটেস্ট্যান্টিজমকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সাতাশি বছর পর হেনরি কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত ইডিক্টটি অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। চতুর্দশ লুই এর ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা ও নির্মমতার কারণে সহিষ্ণুতার রাজঘোষণা অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল, তবে সেটি চতুর্থ হেনরি'র কোনো ব্যর্থতা ছিলনা। ফ্রান্সে ছত্রিশ বছরব্যাপী ধর্মীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি করে গিয়েছিলেন সেজন্য ইতিহাসে তিনি উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। উল্লেখ্য যে, সহিষ্ণুতার রাজঘোষণা বাতিলের একশত ছয় বছর পর অর্থাৎ ১৭৯১ সালে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত সংবিধানের মাধ্যমে ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে সমানাধিকার প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বে অনেক দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে।

ফ্রান্সে ধর্মীয় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সামগ্রিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য চতুর্থ হেনরি কর্তৃক স্থাপিত সেই অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেইসব দেশের শাসকগোষ্ঠী তাঁদের নিজ দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিরোধ তথা তাঁদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। অধিকারবিহীন, নিপীড়িত সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি চতুর্থ হেনরি'র মহানুভবতা ও তাঁদেরকে রক্ষায় তাঁর গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ ধর্মীয় দিক থেকে অসহিষ্ণু শাসকগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

Maurois, Andre, *A History of France*, Great Britain: Mathuen and Co. Ltd., 1960.

Cobban , Alfred, *In Search Of Humanity, The Role of the Enlightenment in Modern History,* New York: George Braziller, Inc., 1986.

Whiting Fox, Edward, *The Emergence of the Modern European World*, USA: Blackwell Publishers, 1991.

Elton, G.R. (Edited), Renaissance and Reformation 1300-1648, The London: The Macmillan Company, 1968.

Carlton J.H., Hayes, *Modern Europe to 1870,* New York: The Macmillan Company, 1953.

Fisher, H.A.L., *A History of Europe, From the Earliest Times to 1713,* Vol.I, London: Willmer Brothers And Haram LTD., 1935.

Webster, Hutton, *World History,* D.C.HEATH and CO. 2 B 2, 1921.

Swain, James Edgar, *A history of world civilization,* 2nd ed., New Delhi: Eurasia Publishing House (PVT) Ltd., 1947.

Nehru, Jawaharlal, *Glimpses of World History,* New Delhi: Penguin Books India Pvt. Ltd., 2004.

H.Bentley, Jerry, et al., (Edited), *The Cambridge World History*, Vol. VI, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015.

Roberts, J.M., *The New Penguin History of the World*, London: Penguin Books Ltd., 2007.

Kishlansky, Mark, et al., *Civilization in the West, From The Renaissance to the Present,* 2nd ed., New York: Harper Collins college publishers, 1995.

Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Translated by Talcott Parsons, London: George Allen and Unwin Ltd., 1967.

Gay Petter and Webb R.K. , *Modern Europe to 1815,* New York: Harper and Row Publishers, 1973.

Ralph, Philip Lee, et al., *World Civilizations, Their History and Their Culture,* vol.-2, 19th ed., New York: Norton and Company, 1993.

Wernham, R.B. (Edited), The New Cambridge Modern History, Vol. III, London: Cambridge University Press, 1968.

Palmer, R.R., et al., *A History of the Modern World,* 9th ed., New York: McGraw-Hill Companies, 2002.

Ergang, Robert, *Europe: from the Renaissance to Waterloo,* USA: D. C Heath and Company, 1939.

Goring, Rosemary (Edited), *The Wordsworth Dictionary of Beliefs and Religions,* Great Britain: Wordsworth Editions Ltd., 1995.

Clough, Shepard B., et al., *A History of the Western World, Early Modern Time,* London: D. C Heath And Company, 1965.

Voltaire, *Treatise on Tolerance, Translated by Brian Mastars,* United Kingdom: Cambridge University Press, 2000.

Voltaire, Philosophical Dictionary, A Compendium Edited and Translated by Wade Baskin, London: Peter Owen Limited, 1962.